দৈনিক ইনকিলাব

158

তারিখ ... ... DEC 24 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

চট্টগ্রাম ভার্সিটি ক্যাম্পাসে জোড়া খুনের ঘটনা ধামাচাপা দিতে গোয়েবলসীয় প্রচারণা শুরু

আবদুল মালেক ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত রবিবারের জোড়া খুনের ৫ দিন পরও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। গতকাল (বৃহস্পতিবার) ক্যাম্পাস পরিদর্শন করে দেখা গেছে, যে, সমগ্র এলাকায়ই খুন আতংক বিরাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদ ২ শিবির নেতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেছে। শিক্ষদের পক্ষ হতে আগামী শনিবার মৌন মিছিলের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যদিকে, ছাত্র শিবিরের লাগাতার অবরোধ কর্মসূচী ঠেকাতে প্রশাসনের তোড়জোড় চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একেবারে নিরপেক্ষভাবে পরিস্থিতি অবলোকন করছে। হত্যাকাণ্ডের ৫ দিন পরও কোন তদন্ত কমিটি বা কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। ছাত্রশূন্য হলসমূহ বিপুলসংখ্যক পুলিশ ঘেরাও করে রেখেছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের পদচারণা বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে জোড়া খুনের ঘটনা ধামাচাপা দিতে বর্তমানে একটি মহলে 'গোয়েবলসীয়' প্রচারণা শুরু হয়েছে। একশ্রেণীর পত্রপত্রিকায় 'আদম ব্যবসার টাকা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে' এ হত্যাকাণ্ড ঘটে বলে প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সর্বমহলে তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, রবিবারের হামলার ঘটনা ছিল অন্তত পরিকল্পিত এবং এর উদ্দেশ্য ছিল সোহরাওয়ার্দী হল দখল। বিশ্ববিদ্যালয়ের জিরো পয়েন্ট হিসেবে পরিচিত ও শিবির নিয়ন্ত্রিত সোহরাওয়ার্দী হল দখলের জন্য ইতিপূর্বেও ছাত্রলীগ কয়েকদফা অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হয়। সর্বশেষ গত ১৮ ডিসেম্বর হতে বিশ্ববিদ্যালয়ে রমজানের ছুটি হওয়ায় তারা এই সুযোগটিকে কাজে লায় এবং ১৯ ডিসেম্বর অভিযান পরিচালনা করে। সে সময় পুলিশ তাদেরকে যথেষ্ট সহযোগিতা করে।

৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

চট্টগ্রাম ভার্সিটি ক্যাম্পাসে জোড়া খুনের ঘটনা ধামাচাপা দিতে গোয়েবলসীয় প্রচারণা শুরু

৮-এর পৃষ্ঠার পর

ছাত্রলীগের এই অভিযান প্রতিরোধে এগিয়ে যাওয়া শিবির কর্মীদের উপর নির্বিচার ব্রাশফায়ারে নির্মমভাবে প্রাণ হারায় রহিমউদ্দিন ও মাহমুদুল হাসান।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, 'আদম ব্যবসার টাকা উদ্ধার নিয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা গোয়েবলসীয় প্রচারণার শামিল। কারণ যে দু'জন ছাত্র প্রাণ হারিয়েছে তাদের একজনের বাড়ী সুদূর লক্ষ্মীপুর আরেকজনের বাড়ী সাতকানীয়া। তারা দু'জনেই অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান।

এমনকি রহিমউদ্দিনের পিতাও বর্তমানে জীবিত নেই। আজ থেকে কয়েক বছর আগে তার পিতা মারা গেলে পড়াশোনার খরচ চালাতে রহিমকে টিউশনির পথ বেছে নিতে হয়। ভার্সিটি সংলগ্ন এলাকায় রহিম কয়েকটি টিউশনি করতেন। তার পরিবারে রহিম বড় সন্তান। পুত্রকে হারিয়ে বিধবা মা এখনও সংজ্ঞাহীন বলে জানা গেছে। একইভাবে মাহমুদুল হাসানের পরিবারও মধ্যবিত্ত। তাদের পরিবার-পরিজন আদম ব্যবসায় সাথে জড়িত নয় বলে জানা গেছে। এই জোড়া খুনের ঘটনায় পুরো বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার এখনও শোকে মূহ্যমান। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে, সবার মধ্যে হাহাকার অবস্থা। সবাই 'খুন' আতঙ্কে রয়েছেন।

এদিকে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদের পক্ষ থেকে জোড়া খুনের বিচার বিভাগীয় তদন্তসহ ৫ দফা দাবীনামা পেশ করা হয়েছে। শিক্ষক সমিতির নির্বাচিত সদস্য প্রফেসর ড. সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী, হল প্রভোস্ট প্রফেসর ড. শামসুদ্দিন, প্রফেসর এমএ সালেহ, প্রফেসর ইউসুফ শরীফ আহমেদ খান প্রমুখের নেতৃত্বে একদল শিক্ষক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আব্দুল মান্নানের সাথে সাক্ষাৎ করে এই দাবী উত্থাপন করেন। শিক্ষকবৃন্দ আগামীকাল শনিবার ক্যাম্পাসে মৌন মিছিলের কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

এদিকে ইসলামী ছাত্রশিবির ঘোষিত ২৭ ডিসেম্বর থেকে লাগাতার বিশ্ববিদ্যালয় অবরোধ কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে নতুন করে উদ্বেগ-উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রশিবির তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নে জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। অন্যদিকে অবরোধ কর্মসূচী ঠেকাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। এই সাথে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেও পাল্টা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২৭ ডিসেম্বর থেকে পরিস্থিতি কি হবে এ নিয়ে সবার মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।